

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণয়

১৮৯৪ [গ্রীষ্মকাল]

অভিনন্দয়েষু,

তোমাদের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। বলরামবাবুর স্তুর শোকসংবাদে দুঃখিত হইলাম। প্রভুর ইচ্ছা। এ কার্যক্ষেত্র -- ভোগক্ষেত্র নহে, সকলেই কাজ ফুরলে ঘরে ফিরবে -- কেউ আগে, কেউ পাছে। ফকির গেছে, প্রভুর ইচ্ছা।

মহোৎসব বড়ই ধূমধামে হয়েছে, বেশ কথা, তাঁর নাম যতই ছড়ায় ততই ভাল। তবে একটি কথা -- মহাপুরুষেরা বিশেষ শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্য নহে, কিন্তু চেলারা তাঁদের উপদেশ বানের জলে ভাসাইয়া নামের জন্য মারামারি করে -- এই তো পৃথিবীর ইতিহাস। তাঁর নাম লোকে নেয় বা না নেয়, আমি কোনও খাতিরে আনি না, তবে তাঁর উপদেশ জীবন শিক্ষা যাতে জগতে ছড়ায়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত। আমার মহাভয় শশীর ঐ ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর মন্দ নয়, তবে এটি all in all (সর্বস্ব) করে সেই পুরানো ফ্যাশনের nonsense (বাজে ব্যাপার) করে ফেলবার একটা tendency (বোঁক) শশীর ভিতর আছে, আমার তাই ভয়। আমি জানি শশী ও নিরঙ্গন কেন ঐ পুরানো ছেঁড়া ceremonial (অনুষ্ঠানপদ্ধতি) নিয়ে ব্যস্ত। ওদের spirit (অন্তরাত্মা) চায় work (কাজ), কোনও outlet (বাহির হবার পথ) নেই, তাই ঘন্টা নেড়ে energy (শক্তি) খরচ করে।

শশী, তোকে একটা নৃতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্যে পরিণত করিতে পারিস তবে জানব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু, তারক-দা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটাকতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, প্লোব, কিছু chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মন্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরিব-গুরুরো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর ‘রামকৃষ্ণ পরমহংস’ উপদেশ কর -- কোন দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে, তাই চেষ্টা কর -- সন্ধ্যার পর, দিন-দুপুরে -- কত গরিব মূর্খ বরানগরে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও -- চোখ খুলে দাও। পুঁথি-পাতড়ার কর্ম নয় -- মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend (কেন্দ্রের প্রসার) কর -- পারো কি? না, শুধু ঘন্টা নাড়া?

তারক-দার কথা মাদ্রাজ হইতে সকল পাইয়াছি। তারা তাঁর উপর বড়ই প্রীত। তারক-দা, তুমি যদি কিছুদিন মাদ্রাজে গিয়া থাকো, তাহলে অনেক কাজ হয়। কিন্তু প্রথমে এই কাজটা বরানগরে শুধু করে যাও। যোগীন-মা, গোলাপ-মা কতকগুলি বিধবা চেলা বানাতে পারে না কি? আর তোমরা তাদের মাথায় কিঞ্চিৎ বিদ্যে-সান্দি দিতে পারো না কি? তারপর তাদের ঘরে ঘরে ‘রামকৃষ্ণ’ ভজাতে আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যে শেখাতে পাঠিয়ে দিতে পারো না কি?...

উঠে পড়ে লেগে যাও দিকি। গল্প মারা ঘন্টা নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য করিতে হইবেক। দেখি বাঙালীর ধর্ম কতদূর গড়ায়। নিরঞ্জন লিখছে যে লাটুর গরম কাপড় চাই। এরা গরম কাপড় ইওরোপ আর ইত্তিয়া থেকে আনায়। যে দামে এখানে গরম কাপড় কিনবে, তার সিকি দামে সেই কাপড় কলকাতায় মিলবে। লাটুর আক্ষেপ শীঘ্ৰই দূর কৰিব। কবে ইওরোপ যাব জানি না, আমার সকলই অনিশ্চিত -- এ দেশে এক রকম চলেছে, এই পর্যন্ত।

এ বড় মজার দেশ। গরমি পড়েছে -- আজ সকালবেলা আমাদের বৈশাখের গরমি, আর এখন এলাহাবাদের মাঘ মাসের শীত!! চার ঘন্টার ভেতর এত পরিবর্তন! এখানের হোটেলের কথা কি বলিব! নিউ ইয়র্কে এক হোটেল আছেন, যেখানে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত রোজ ঘৰভাড়া, খাওয়া-দাওয়া ছাড়া। ভোগবিলাসের দেশ ইওরোপেও এমন নাই -- এরা হল পৃথিবীর মধ্যে ধনী দেশ -- টাকা খোলামকুচির মতো খরচ হয়ে যায়। আমি কদাচ হোটেলে থাকি, আমি প্রায়ই এদের বড় বড় লোকের অতিথি -- আমি একজন নামজাদা মানুষ এখন। মুলুকসুন্দ লোকে আমায় জানে, সুতরাং যেখানে যাই, আগ বাড়িয়ে আমায় ঘরে তুলে নেয়। মিঃ হেল, যাঁর বাড়িতে চিকাগোয় আমার centre (কেন্দ্র), তাঁর স্ত্রীকে আমি ‘মা’ বলি, আর তাঁর মেয়েরা আমাকে ‘দাদা’ বলে; এমন মহা পবিত্র দয়ালু পরিবার আমি তো আর দেখি না। আরে ভাই, তা নইলে কি এদের উপর ভগবানের এত কৃপা? কি দয়া এদের! যদি খবর পেলে যে, একজন গরিব ফলানা জায়গায় কঢ়ে রয়েছে, মেয়েমদ্দে চলল -- তাকে খাবাড়, কাপড় দিতে, কাজ জুটিয়ে দিতে! আর আমরা কি করি!

এরা গরমিকালে বাড়ি ছেড়ে বিদেশে অথবা সমুদ্রের কিনারায় যায়। আমিও যাব একটা কোন জায়গায় -- এখনও ঠিক করি নাই। আর সকল -- যেমন ইংরেজদের দেখেছ, তেমনি আর কি। বইপত্র সব আছে বটে, কিন্তু মহা মাগণ্গি, সে দামে ৫ গুণ সেই জিনিস কলকাতায় মেলে অর্থাৎ এরা বিদেশী মাল দেশে আসতে দেবে না। মহা কর বসিয়ে দেয় -- কাজেই আগুন হয়ে দাঁড়ায়। আর এরা বড় একটা কাপড়-চোপড় বানায় না -- এরা যন্ত্র-আওজার আর গম, চাল, তুলা ইত্যাদি তৈয়ার করে -- তা সন্তা বটে।

ভাল কথা, এখানে ইলিশ মাছ অপর্যাপ্ত আজকাল। ভরপেট খাও, সব হজম। ফল অনেক -- কলা, নেবু, পেয়ারা, আপেল, বাদাম, কিসমিস, আঙ্গুর যথেষ্ট, আরও অনেক ফল ক্যালিফর্নিয়া হতে আসে। আনারস চের -- তবে আম, নিচু ইত্যাদি নাই।

এক রকম শাক আছে, Spinach -- যা রাঁধলে ঠিক আমাদের নটে শাকের মতো খেতে লাগে, আর যেগুলোকে এরা Asparagus (এস্পারেগাস) বলে, তা ঠিক যেন কঢ়ি ডেঙ্গের ডাঁটা, তবে ‘গোপালের মার চচড়ি’ নেই বাবা। কলায়ের দাল কি কোনও দাল নেই, এরা জানেও না। ভাত আছে, পাউরঞ্জি আছেন, হর-রঙের নানা রকমের মাছ-মাংস আছেন। এদের খানা ফরাসীদের মতো। দুধ আছেন, দই কদাচ, ঘোল অপর্যাপ্ত। মাঠা (cream) সর্বদাই ব্যবহার। চায়ে, কাফিতে, সকল তাতেই ঐ মাঠা (cream) -- সর নয়, দুধের মাঠা। আর মাখন তো আছেন, আর বরফ-জল -- শীত কি গ্রীষ্ম, দিন কি রাত্রি, ঘোর সর্দি কি জুর -- এন্তের<sup>১</sup> বরফ-জল। এরা scientific (বৈজ্ঞানিক) মানুষ, সর্দিতে বরফ-জল খেলে বাড়ে শুনলে হাসে। খুব খাও, খুব ভাল। আর কুলপি এন্তের নানা আকারের।

নায়াগারা falls (জলপ্রপাত) হরির ইচ্ছায় ৭।৮ বার তো দেখলুম। খুব grand

<sup>১</sup> অজস্র

(উচ্চভাবোদীপক) বটে, তবে যত শুনেছ, তা নয়। একদিন শীতকালে Aurora Borealis<sup>১</sup> হয়েছিল। আর কিছুই লেখবার মতো খুঁজে পাচ্ছি না। এ-সব চিঠি বাজার করো না।

মা-ঠাকুরানীর খরচপত্র কেমন চলছে, তোমরা তা তো কিছুই লেখ নাই। খালি childish prattle (আবোলতাবোল)!! ও-সকল জানবার আমার এ জন্মে বড় একটা সময় নাই, next time-এ (আগামী বারে) দেখা যাবে।

যোগেন বোধ হয় এতদিনে বেশ সেরে গেছে। সারদার ঘুরঘুরে রোগ এখনও শান্তি হয় নাই। একটা power of organisation (সম্মত চালাবার শক্তি) চাই -- বুবেছ? তোমাদের ভিতর কারূর মাথায় ততটুকু ঘি আছে কি? যদি থাকে তো বুদ্ধি খেলাও দিকি -- তারকদাদা, শরৎ, হরি -- এরা পারবে। শশীর originality (মৌলিকতা) ভারি কম, তবে খুব good workman, persevering (ভাল কাজের লোক -- অধ্যবসায়শীল), সেটা বড়ই দরকার, শশী খুব executive (কাজের লোক), বাদবাকি -- এরা যা বলে, তাই শুনে চলো। কতকগুলো চেলা চাই -- fiery young men (অগ্নিমন্ত্র দীক্ষিত যুবক), বুবতে পারলে? Intelligent and brave (বুদ্ধিমান ও সাহসী), যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুবলে? Hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই, মেয়ে মদ both (দুই) -- প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর -- চেলা বনাও আর আমাদের purity drilling (পবিত্রতার সাধন) যন্ত্রে ফেলে দাও।

তোমাদের আক্঳েল বুদ্ধি এক পয়সাও নাই। Indian Mirror-কে ‘পরমহংস মশায় নরেনকে হেন বলতেন, তেন বলতেন’ কেন বলতে গেলে? আর আজগুবি ফাজগুবি যত -- পরমহংস মশায়ের বুবি আর কিছুই ছিল না? খালি thought-reading (পরের মনের কথা বলতে পারা) আর nonsense (বাজে) আজগুবি! দু-পয়সার brain (মস্তিষ্ক)-গুলো! ঘৃণা হয়ে যায়! তোদের নিজের বুদ্ধি বড় একটা খেলাতে হবে না -- সাদা বাংলা কয়ে যা দিকি।

বাবুরামের লম্বা পত্র পড়লাম। বুড়ো বেঁচে আছে -- বেশ কথা! তোমাদের আড়ডাটা নাকি বড় malarious (ম্যালেরিয়াগ্রস্ত) -- রাখাল আর হরি লিখছেন। রাজাকে আর হরিকে আমার বহুত বহুত দড়বৎ ইষ্টিকবৎ ছতরীবৎ দিবে। বাবুরাম অনেক delirium (প্রলাপ) বকেছে। সান্তেল আনাগোনা করছে, বেশ বেশ। গুপ্তকে তোমরা চিঠীপত্র লেখ -- আমার ভালবাসা জানিও ও যত্ন করো। সব ঠিক আসবে ধীরে ধীরে। আমার বহুত চিঠী লেখবার সময় বড় একটা হয় না। Lecture ফেকচার (বক্তৃতা) তো কিছু লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছে। বাকি সব দাঁড়াবাঁপ, যা মুখে আসে গুরুদেব জুটিয়ে দেন। কাগজপত্রে সঙ্গে কোন সম্মন্দাই নাই। একবার ডেট্রয়েটে তিন ঘন্টা ঝাড়া বুলি বোডেছিলুম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে; ‘মধো, তোর পেটে এতও ছিল!!’ এরা সব বলে, পুঁথি লেখ; এইবার লিখতে ফিকতে হবে দেখছি। ঐ তো মুশকিল, কাগজ কলম নিয়ে কে হাঙ্গাম করে বাবা!

কোনও চিঠি বাজার গুজব করিসনি, খবরদার! চ্যাঙড়ামো নাকি? যা করতে বলছি পার তো কর,

<sup>১</sup> Aurora Borealis -- (সুমের-জ্যোতি) পৃথিবীর উত্তরভাগে রাত্রিকালে (তথায় ছয় মাস ক্রমাগত রাত্রি) কখনও কখনও নভোমস্তলে এক প্রকার কম্পমান বৈদ্যুতিক আলো দেখা যায়। উহা নানা আকারের এবং নানা বর্ণের। ইহাকেই অরোরা বোরিয়ালিস বলে।

না পার তো মিছে ফেচাং করো না। তোমাদের বাড়িতে কটা ঘর আছে, কেমন করে চলছে, রাঁধুনী-ফাঁধুনী আছে কিনা -- সব লিখবে। মা-ঠাকুরানীকে আমার বহুত বহুত সাষ্টাঙ্গ দিবে। তারকদাদা আর শরতের বুদ্ধি নিয়ে যে কাজটা করতে বলেছি -- করবার চেষ্টা করবে -- দেখব কেমন বাহাদুর। এইটুকু যদি না করতে পারো তাহলে তোমাদের ওপর হতে আমার সব বিশ্বাস আর ভরসা চলে যাবে। মিছা-মিছি কর্তভজার দল বাঁধতে আমার ইচ্ছা নাই -- I will wash my hands off you for ever (তোমাদের সঙ্গে কোন সমন্বয়ই আমি আর রাখব না)।

সমাজকে জগৎকে electrify (বৈদ্যুতিকশক্তিসম্পন্ন) করতে হবে। বসে বসে গল্পবাজির আর ঘন্টা নাড়ার কাজ? ঘন্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম, মহীন্দ্র মাস্টার, রামবাবু করুন গো। তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought currents (ভাবপ্রবাহ বিস্তার)। তাই যদি পারো তবে ঠিক, নইলে বেকার। রোজকার করে খাওগো। মিছে eating the begging bread of idleness is of no use (অনায়াসলুক ভিক্ষান্ন খাওয়া নির্থক) বুঝলে বাপু? কিমবিকমিতি

নরেন্দ্র

Character formed (চরিত্র গঠিত) হয়ে যাক, তারপর আমি আসছি, বুঝলে? দু হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে-মন্দ বুঝলে? গৌর-মা, যোগেন-মা, গোলাপ-মা কি করছেন? চেলা চাই at any risk (যে-কোন রকমে হোক)। তাঁদের গিয়ে বলবে আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা কর। গৃহস্থ চেলার কাজ নয়, ত্যাগী -- বুঝলে? এক এক জনে ১০০ মাথা মূড়িয়ে ফেল, young educated men -- not fools (শিক্ষিত যুবক -- আহাম্বক নয়), তবে বলি বাহাদুর। হৃষিকেল বাঁধাতে হবে, হঁকো ফুঁকো ফেলে কোমড় বেঁধে খাড়া হয়ে যাও। তারকদাদা, মাদ্রাজ কলিকাতার মাঝে বিদ্যুতের মতো চক্র মারো দিকি, বার কতক। জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) কর, খালি চেলা কর, মায় মেয়ে-মন্দ, যে আসে দে মাথা মূড়িয়ে, তারপর আমি আসছি। মহা spiritual tidal wave (আধ্যাত্মিক বন্যা) আসছে -- নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপন্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায় -- ‘উত্তিষ্ঠত জগত প্রাপ্য বরান্ন নিবোধত।’

Life is ever expanding, contraction is death (জীবন হচ্ছে সম্প্রসারণ, সঞ্চোচনই মৃত্যু)। যে আত্মস্তুরি আপনার আয়েস খুজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরক পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র -- ইতরে কৃপণঃ (অপরে কৃপার পাত্র)। যে এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে, বাকি যে তা না পারো -- তফাত হয়ে যাও এই বেলা ভালয় ভালয়।

এই চিঠি তোমরা পড়বে -- যোগেন-মা, গোলাপ-মা সকলকে শুনাবে। এই test (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, ‘প্রাণাত্যয়েহপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ’ (প্রাণ দিয়েও পরের কল্যাণকাঙ্ক্ষী) তারা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাত হয়ে যাক, এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম চারিদিকে ছড়াও -- এই সাধন, এই ভজন; এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, Onward, onward (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)। মেয়েমন্দে আচন্দাল সব পবিত্র তাঁর কাছে -- Onward, onward, নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে

পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান চরিত্রে, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য -- আর কিছুই নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছ না? এ কি ছেলেখেলা, এ কি জ্যাঠামি, এ কি চ্যাংরামি -- ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত’ -- হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখতে পারছিনা -- Onward, এই কথাটা খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit (শক্তি) আসবে, বিশ্বাস কর। Onward, হরে হরে। চিঠি বাজার করো না। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। Onward, হরে হরে। সব তেসে যাবে -- হঁশিয়ার -- তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার অন্য -- তাঁর সেবা নয় -- তাঁর ছেলেদের -- গরিব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরি হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন -- তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন। যেগুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, বিলাসী -- তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক।

আমি আর লিখতে পারছি না, বাকি তিনি নিজে বলুন গে।

ইতি

নরেন্দ্র

পুঁ: -- একটা বড় খাতা রাখবে এবং তাহাতে যখন যে স্থান হইতে কোন পত্র আসে তাহার একটা চুম্বক লিখিয়া রাখিবে। তাহা হইলে উন্নর দিবার বেলায় ভুলচুক হইবে না। Organisation (সংজ্ঞ) শব্দের অর্থ division of labour (শ্রমবিভাগ) -- প্রত্যেকে আপনার আপনার কাজ করে এবং সকল কাজ মিলে একটা সুন্দর ভাব হয়।

বিশেষ অনুধাবন করে যা যা লিখলাম তা করিবে। আমার কবিতা<sup>৩</sup> কপি করে রেখো, পরে আরও পাঠ্যাব।

---

<sup>3</sup> এই পত্রের সঙ্গে ‘গাই গীত শুনাতে তোমায়’ কবিতাটির কিছু অংশ লিখিত দেখা যায়।